দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 NOV 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে

গত ২৩শে অক্টোবর '৯৩ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত 'ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে' শিরোনামের পত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত পত্রের বক্তব্যের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়া আমি কিছু কথা বলিতে চাই। বিগত ৫-৭ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত অধিকর্তা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এস,এস,সি (তৎকালীন ম্যাট্রিক)। তবু তাঁহারা ইংরেজীতে দক্ষতার সহিত কাজ-কর্ম (ড্রাফটিং-নোটস প্রদান প্রভৃতি) চালাইয়া গিয়াছেন। অথচ এখন অনেকে বিএ, এমএ পাস করিয়াও উক্ত কাজগুলি নির্ভুলভাবে করিতে পারেন না। ইংরেজী শিক্ষার অন্তরায় হিসাবে একজন শিক্ষক হিসাবে আমি পাঠ্যসূচীকে (সিলেবাস) দায়ী করি। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও নিম্ন শ্রেণী হইতে বিশদভাবে 'গ্রামার' শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। এখন গ্রামারের স্থান লইয়াছে ফাংশন্যাল ইংলিশ। এই ফাংশন্যাল ইংলিশ যখন হইতে চালু হইয়াছে তখন হইতেই ইংরেজী শিক্ষা পঙ্গু হইয়াছে। পাঠ্যসূচীর মানবন্টনও ইহার জন্য কম দায়ী নয়। মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এস,এস,সি (ম্যাট্রিক)তে বাংলা হইতে ইংরেজী অনুবাদের জন্য ৩০ নম্বর ছিল। বর্তমানে উহা এস,এস,সি-র ক্ষেত্রে ১৫; এইচ,এস,সির ক্ষেত্রে মাত্র ১০। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই এই অনুবাদ শিক্ষা পরিহার করিয়া চলে। ফলে স্বীয় বিদ্যাতে ইংরেজী লিখিতে বা বলিতে পারে না। তদুপরি বর্তমানে এস,এ,সি বা এইচ,এস,সির পাঠ্যসূচীতে ইংরেজী 'শুদ্ধিকরণ' নাই। শুদ্ধিকরণ পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, ব্যাকরণের আদ্য-পান্ত অনুশীলন হইয়া যাইত। ইংরেজী রচনা লিখনে রহিয়াছে বড় অঙ্কের নম্বর (এস,এস,সি-১৫; এইচ,এস,সি-২০)। রচনা প্রায় সব ছাত্রই মুখস্থ লিখে। সুতরাং ইহা ভাষা জ্ঞানের দক্ষতার পরিচায়ক নহে। বরং উহার পরিবর্তে একটির স্থলে দুইটি প্যারাগ্রাফ এবং তৎসঙ্গে পূর্বের পাঠ্যসূচীর মত প্রেসি যুক্ত থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ইংরেজী ভাষা আয়ত্তের জন্য আরো যত্নবান হইতে হইবে। তাহাতে শিক্ষাটাও যথাযথরূপে হইত। অনেকে ছাত্র-ছাত্রীদের অনগ্রসরতার কারণকে কেবলমাত্র শিক্ষকের শৈথিল্য বলিয়াই মনে করেন। ইহা ভুল।

—শ্রী অবনী মোহন সরকার, পালপাড়া, নাটোর।